তারিখ ... 27 MAY 2015
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

ভাটারা থানা ঘেরাও করে রেখেছিল গারো ছাত্র সংগঠন

গারো তরুণী গণধর্ষণ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর কুড়িল বিশ্বরোডে মাইক্রোবাসে তুলে গারো তরুণীকে গণধর্ষণের ঘটনায় ধর্ষকদের গ্রেফতারের দাবিতে ভাটারা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ গারো ছাত্র সংগঠন (বাগাছাস)। গতকাল মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টা থেকে সাড়ে ৬টা পর্যন্ত সংগঠনের নেতাকর্মীসহ পাঁচ শতাধিক গারো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী থানা ঘেরাও করে। থানার সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে পুলিশের প্রতি ধর্ষকদের গ্রেফতারের ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দেয়া হয়।

ভাটার থানার ওসি নূরুল মুত্তাকিন জানান, গারোরা তাদের দাবি নিয়ে পুলিশের কাছে এসেছিল। তাদের দাবিগুলো শুনে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বিকাল ৪ টার দিকে কুড়িল বিশ্বরোডে বাসস্ট্যান্ডে গারোরা জড়ো হয়। 'বাংলাদেশ গারো ছাত্র সংগঠনের' ব্যানারে তারা মিছিল নিয়ে ভাটারা থানায় যায়। থানার সামনে সমাবেশ করে। সমাবেশে গারো মানবাধিকার সংস্থার সভাপতি লিটন দ্রং বলেন, প্রশাসন গারো তরুণী ধর্ষণের ঘটনাটি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে। ধর্ষকদের গ্রেফতার না করে এটিকে পূর্ব-পরিকল্পিত ঘটনা বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমের কাছে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বক্তব্য দিচ্ছেন। তিনি পুলিশের কাছে দাবি করেন, ধর্ষকদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করা না হলে আরারও থানা ঘেরাও করা হবে। সমাবেশে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রীর সহকারী ব্যক্তিগত সচিব পিন্টু হাউই বলেন, ধর্ষকদের গ্রেফতার করা না হলে গারো জনগোষ্ঠী বুঝে নিবে যে তাদের পাশে সরকার নেই।

গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে রাজধানীর কুড়িল বিশ্বরোড এলাকায় মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে গারো তরুণীকে গণধর্ষণ করে দুর্বৃত্তরা